শাহীনের সন্ধানই করলো না পুলিশ

বদরুদ্দোজা বাবু

শাহীন এখনও পলাতক। তাকে খুঁজে পায়নি পুলিশ। একেবারে পরিষ্কার করে বললে, খুঁজে পাওয়ার চেষ্টা করেনি আমাদের পুলিশ বাহিনী!

আমাদের বাঘা বাঘা রাজনীতিবিদরাও নিশ্চুপ। তাদের বলার অনেক কিছু আছে। এসব 'ক্ষুদ্র' বিষয় নিয়ে মাথা ঘামানোর মতো সময় তাদের নেই।

মেয়েটি ভালো নেই। হারিয়ে যাচ্ছে জীবন থেকে। পরিবার থেকে। এগিয়ে এসে বুকে জড়িয়ে ধরার মানুষটি পর্যন্ত নেই। পালাতে সেও চায়। ফিরে পেতে চায় সবুজ জীবন।

সাপ্তাহিক ২০০০-এর 'এই শাহীনরা' রিপোর্টটি প্রকাশের পর অফিসে অনেক ফোন এসেছে। শুভেচ্ছা জানাতে অনেকে ফোন করেছেন। অন্যরকম ফোনও এসেছে অনেক। তারা জানতে চেয়েছে এখন সিডিটি কোথায় পাওয়া যাবে? তারা কিনতে আগ্রহী। কেন- প্রশ্ন করলে তারা জানায়, রিপোর্টটি পড়ে তাদের সিডিটি দেখার প্রতি আগ্রহ জন্মেছে। শুধু যে তরুণরা ফোন করেছে তা নয়, এদের মধ্যে বয়সীরাও ছিলো। কেউ কেউ জানতে চেয়েছে রিপোর্টে বর্ণনা দেয়া মেয়েটির পরিচয়। ফোন করেছিলেন উত্তরা থানার একজন সাব-ইন্সপেক্টরও। কিছু অসুস্থ মানুষের মতো পুলিশও সিডি খুঁজছে দেখার জন্য। চোখের ক্ষুধা মেটাতে চায় তারা। কিন্তু পুলিশ খোঁজে না শাহীনদের। যারা মেয়েদের সরলতার সুযোগ নিয়ে প্রেমের প্রতারণার ছলে গড়ে তোলে দৈহিক সম্পর্ক। তারপর তা গোপন ক্যামেরায় ভিডিও করে ছেড়ে দেয় বাজারে।

সাপ্তাহিক ২০০০ অনুসন্ধান করে সামনে নিয়ে আসে শাহীনকে। শুধু শাহীন নয়, পুরো পরিবারের পরিচয় তুলে ধরে। শাহীনের পরিবার থেকে বলা হয়, শাহীন আমেরিকায়। সাপ্তাহিক ২০০০ আবারও অনুসন্ধান করে শাহীনের। উত্তরা ৫ নং সেক্টরের ১/এ রোডের ২৩ নম্বর বাড়ির আশপাশের প্রতিবেশীদের সঙ্গে কথা বলে জানা যায়, শাহীনদের এ বাড়িতে এখন আর পুরনো গাড়ির হাট বসে না। মেয়েদেরও আগমন নেই। কারণ শাহীন নেই। সিডির কথা এলাকায় জানাজানির পর শাহীন এলাকায় আর আসেনি। তবে কয়েকজন বলেছে, শাহীন দেশে আছে। ঢাকার বাইরে লুকিয়ে থাকার খবরও কয়েকজন বলেছে। পুলিশ যদি ওর বাবাকে (আব্দুর রশীদ) ভালো মতো চাপ দেয় তাহলে বের হয়ে আসবে আসল তথ্য- এমন অভিমতও ব্যক্ত করেছে এলাকাবাসী। শাহীনের বাবা আব্দুর রশীদ এলাকায় বলে বেড়াচ্ছে, পুলিশ ও সাংবাদিকদের আমি টাকা দেইনি বলে আমার ছেলের বিরুদ্ধে লিখছে।

উত্তরার ১/এ নম্বর রোডে থাকেন ম্যাক্স। বনানীতে হাওয়া ভবনের পাশের সড়কে 'সাবসিটি' ফাস্টফুডের দোকানটি তার। এই ফাস্টফুডের দোকানে শাহীন মাঝে মাঝে আড্ডা দিতে যেতো বলে একটি সূত্র জানায়। ম্যাক্সের সঙ্গেও শাহীনের বন্ধুর মতো সম্পর্ক ছিল। যদিও ম্যাক্স শাহীনের চেয়ে কয়েক বছরের বড়। খুঁজে বের করা হয় ম্যাক্সকে। বনানীতে সাবসিটি দোকানে কথা হয় তার সঙ্গে। তিনি অস্বীকার করেন শাহীনের সঙ্গে তার ঘনিষ্ঠ সম্পর্কের কথা। বলেন, 'এলাকার ছেলে হিসেবে শাহীন আমার পরিচিত। আমার দোকানে আড্ডা দিতো- এ তথ্য সঠিক নয়। তবে মাঝে মাঝে আসতো। পুরনো গাড়ি কেনার জন্য ওর সঙ্গে আমি নয়াপল্টন গিয়েছি একবার। সম্পর্ক ঐ পর্যন্তই।' ম্যাক্সের কাছে শাহীনের ছবি আছে এটা নিশ্চিত। কয়েকটি সূত্র নিশ্চিত করেছে এ তথ্য। ছবি চাইলে ম্যাক্স চেষ্টা করবেন বললেও দুই-তিন দিন পরে জানালেন, তিনি জোগাড় করতে পারেননি। কিন্তু ম্যাক্স শাহীনের প্রায় সব বন্ধুকে চেনেন, জানেন। প্রতিবেদকের কাছে কয়েকজনের নামও বলেছেন। শাহীন কোথায় জানতে চাইলে তিনি ২০০০কে বলেন, 'ও তো বিদেশে, আমেরিকায়।' শাহীন এখনও নাকি দেশে আছে এ প্রশ্ন করলে তিনি বলেন, 'আমি ৯০ ভাগ নিশ্চিত। শাহীন বিদেশে যাবার পর এলাকায় শুনেছি, ও আমেরিকায় চলে গেছে। তারপর পত্রিকায় জানতে পারলাম ওর নাকি বিভিন্ন মেয়ের সঙ্গে সিডি বেরিয়েছে।' শাহীনের সিডি সম্পর্কে তার কথাবার্তা বিভ্রান্তিকর। একবার বলেন সিডি দেখেছেন, আরেকবার বলেন এখনও দেখেননি। শাহীন সম্পর্কে অনেক তথ্য তিনি জানেন এটা তার কথাবার্তাতেই বোঝা গেছে। তিনি বলেন, 'শাহীন যে কাজটা করেছে এটা অত্যন্ত খারাপ কাজ। আসলে ও একটা খারাপ ছেলে। ওর সঙ্গে যারা ঘুরতো তাদের দুই-একজনকে আমি চিনি।' শাহীনের বিজনেস পার্টনার সান্টুকেও তিনি চেনেন, জানেন। সান্টু যে এখন লন্ডন চলে গেছে এ তথ্য

ম্যাক্সের দেয়া। তবে ম্যাক্স বলেন, 'তার বিজনেস পার্টনার সান্টু শাহীনের সঙ্গে এসব দুইনম্বরি কাজে ছিলো না। ও জাস্ট বিজনেস পার্টনার ছিলো।' তবে শাহীনের এসব বন্ধুর কারো ঠিকানাই তিনি দেননি। বলেন, 'আমি চেহারা চিনি, ঠিকানা জানি না।'

শাহীনের সিডিতে আরেকটি ছেলে ছিলো। ছেলেটি শাহীনের বন্ধু। এলাকায় শাহীনের সঙ্গে মাঝে মাঝে দেখা যেতো। একজন মেয়ের সঙ্গে শারীরিক সম্পর্কের দৃশ্যে তাকে দেখা যায়। হাল্কা-পাতলা গড়নের এই ছেলের নাম অ্যাপোলো। সে থাকে মিরপুরের কাজীপাড়ায়। কোনো সূত্রই তার ঠিকানা জানাতে পারলো না। মিরপুরের কাজীপাড়ায় গিয়ে খোঁজা হলো তাকে। কিন্তু খুঁজে পাওয়া গেল না তার ঠিকানা। শাহীনের মতো হয়তো সেও পালিয়ে বেড়াচ্ছে। এদের খোঁজার দায়িত্ব ছিলো পুলিশের। কিন্তু পুলিশ বলছে আইন না থাকার কথা।

পুলিশের তদন্তকারী কর্মকর্তা সাপ্তাহিক ২০০০কে বলেন, 'এখন শাহীনের এই সিডির ব্যাপারে সিনেমাটোগ্রাফি একটি মামলা করা হয়েছে। এর বাইরে অন্য কোনো ধারা আমরা পাইনি। এসব ক্ষেত্রে প্রতারণামূলক মামলা হতে পারে। সেক্ষেত্রে ভিকটিমকে লাগবে। ক্ষতিগ্রস্ত ব্যক্তি যদি এগিয়ে না আসে তাহলে মামলাটা এগোয় না। কারণ ভিকটিম এ মামলায় মূল সাক্ষী। সে বলবে তার সঙ্গে কি প্রতারণা হয়েছে, কি হয়নি। আমি কয়েকজন আইনজীবীর সঙ্গে কথা বলে এটা জেনেছি।' ব্যাপারটি কি আসলেই তাই? এ প্রসঙ্গে ব্যারিস্টার তানিয়া আমীরের কাছে প্রশ্ন করলে তিনি বলেন, 'ভিকটিম কিংবা সিডির ঐ মেয়েরা এগিয়ে আসছে না এ কথা একেবারেই গ্রহণযোগ্য না। এক্ষেত্রে আইনের সমস্যা নেই। ধারা অনেক আছে। পুলিশ আগে তদন্ত করুক, পরে ধারা দিয়ে মামলা করা যাবে। সবচেয়ে বড় কথা হচ্ছে, তদন্তে জিজ্ঞাসাবাদ করার জন্য তাদের হাতে যথেষ্ট এভিডেন্স আছে। সিডি আছে। সিডিতে ছেলের চেহারা আছে।

দেশের রাজনীতিবিদরা এটাকে কোনো ইস্যুই মনে করেন না। কারণ এটা তাদের স্বার্থসংশ্লিষ্ট বিষয় নয়। তাদের ছেলেমেয়েরা থাকে বিদেশে। দেশে থাকলেও থাকে সুরক্ষিত নিরাপত্তায়। সুতরাং তাদের উদ্বিগ্ন হওয়ার কোনো কারণ নেই। সেজন্যই এ বিষয়টি জানেন না আমাদের আইনমন্ত্রী, তথ্যমন্ত্রী, স্বরাষ্ট্র প্রতিমন্ত্রী

পুলিশ কার্পেট পেয়েছে, অ্যাশট্রে পেয়েছে। এগুলোই যথেষ্ট মামলার জন্য। এখানে আমি বলবো, সদিচ্ছার অভাব রয়েছে।'

সিডির মেয়েরা কখনোই আসবে না। থানায় এসে মেয়েটি মামলা করবে এ ধরনের চিন্তা করাই বোকামি। এমন একটি ঘটনা ঘটার পর একটি মেয়ের পক্ষে থানায় গিয়ে আবার সেই বিষয়গুলোর সামনাসামনি হওয়া কতটা কষ্টকর, এটা ভুক্তভোগী ছাড়া অন্য কারো পক্ষেই বোঝা সম্ভব নয়। রাস্তার এত মানুষের চোখ উপেক্ষা করে একটি মেয়ের পক্ষে আসা কঠিন- এটা বোঝা উচিত আমাদের পুলিশ বাহিনীর। সুমনের সিডির ক্ষেত্রেও একই অবস্থা হয়েছিলো। একটি মেয়ে প্রথমে মামলা করলেও পরবর্তীতে সে আর পারেনি। এ সমাজ তাকে থাকতে দেয়নি এখানে। বাধ্য হয়ে বিদেশ চলে যেতে হয়েছে। পুলিশের হাতে ধরা পড়া একমাত্র আসামি পিন্টু এখন জেলের বাইরে জামিনে মুক্ত। শাহীনের সিডির ঘটনায় এখনও ধরা পড়েনি শাহীন ও তার বন্ধু অ্যাপোলো। নামকাওয়াস্তে একটি মামলা হয়েছে। যে ধারায় মামলা করা হয়েছে, এতে শাহীন ও তার বন্ধু দোষী সাব্যস্ত হলে সর্বোচ্চ সাজা তিন বছর হবে। কয়েকটি মেয়ের জীবন বিনষ্টের সাজা মাত্র তিন বছর হতে পারে না। এতে অন্যরা উৎসাহিত হতে পারে। যেমনটি হয়েছে শাহীনরা। উত্তরসূরিদের কোনো সাজা না হওয়ার কারণে সমাজে এরকম ঘটনা বেড়েই চলছে এবং ভবিষ্যতে আরো বাড়বে। নতুন নতুন সুমন, পিন্টু, অভি, শাহীন, অ্যাপোলোদের ফাঁদে পড়বে মেয়েরা। তখনও বলা হবে একই কথা। আসলে দেশের রাজনীতিবিদরা এটাকে কোনো ইস্যুই মনে করেন না। কারণ এটা তাদের স্বার্থসংশ্লিষ্ট বিষয় নয়। তাদের ছেলেমেয়েরা থাকে বিদেশে। দেশে থাকলেও থাকে সুরক্ষিত নিরাপত্তায়। সুতরাং তাদের উদ্বিগ্ন হওয়ার কোনো কারণ নেই। সেজন্যই এ বিষয়টি জানেন না আমাদের আইনমন্ত্রী, তথ্যমন্ত্রী, স্বরাষ্ট্র প্রতিমন্ত্রী। সাপ্তাহিক ২০০০-এর পক্ষ থেকে আইনমন্ত্রী ব্যারিস্টার মওদুদ আহমদের কাছে জানতে চাওয়া হয়েছিলো এ প্রসঙ্গে। তিনি বলেন, 'আমি আসলে এ বিষয় সম্পর্কে জানি না। আইন আছে কি নাই তাও জানি না। যদি না থাকে তাহলে তথ্যমন্ত্রী সংসদে সুপারিশ করবেন। আপনারা তথ্যমন্ত্রীর সঙ্গে যোগাযোগ করেন। আমি এর বাইরে কিছু বলতে পারবো না।' এক্ষেত্রে মামলা হতে পারে রাষ্ট্র বনাম শাহীন। রাষ্ট্র পারেনি এই মেয়েগুলোর অধিকার নিশ্চিত কিংবা নিরাপত্তা দিতে। তানিয়া আমীর বলেন, 'রেপ যখন হয় তখন এটি ক্রিমিনাল কেইস। এটি রাষ্ট্রের বিরুদ্ধে অপরাধ। রাষ্ট্র ফেইল করেছে ল' অ্যান্ড অর্ডার নিশ্চিত করতে। আর এ ক্ষেত্রেও একই কথা প্রযোজ্য। ৫৪ ধারায় তো পুলিশ অনেক কিছুই করে। আমার প্রশ্ন হচ্ছে, এ ক্ষেত্রে তাদের অনীহাটা কোথায়? এ ক্ষেত্রে ভিকটিম আসতে পারে সাক্ষী হিসেবে। না এলেও মামলা চলবে। কারণ পর্যাপ্ত প্রমাণ পুলিশের হাতে রয়েছে। পৃথিবীর অন্য দেশে পুলিশ ভিকটিমের আইডেনটি প্রকাশ করে না। তাদের পরিচয় গোপন করে মামলা পরিচালনা করে। তাদের সেফ সাইডে রাখে। আমাদের দেশে উল্টো বলা হয়, ভিকটিম তুমি বাজারে আসো।'

শাহীনের পরিবারের অবস্থা আগের মতোই। তাদের আচরণ স্বাভাবিক। কিন্তু নিশ্চিতভাবে ঐ মেয়েগুলো ভালো নেই। সিডির ঐ ছয়টি মেয়ের কথা ভাবুন। তাদের কি আর সংসার হবে? বিয়ে করার পর তাদের এই ঘটনা যদি সামনে আসে, তখন কি অবস্থা হবে? মেয়েগুলোর জীবন এখন আর স্বাভাবিক নেই। নিজের কাছেই তারা ছোট হয়ে গেছে। এই ছোট হওয়া হয়তো তাদের সারা জীবনই থাকতে হবে। বয়ে বেড়াতে হবে একটি ভুলকে, একটি ঘটনাকে। যার জন্য সে কোনোভাবেই দায়ী নয়। দায়ী এ সমাজ, সমাজপতি এবং সুমন, শাহীনের মতো কিছু বিকৃত মনের মানুষ।